সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

অলংকরণ
মুহাম্মদ হাসান

প্রকাশক
গালফ বাংলা

অনলাইন সংস্করণ
গালফ বাংলা ডটকম

সার্বিক যোগাযোগ
+৯৭৪ ৩০৪৮ ৮১১৪

ইমেইল
editorgulfbangla@gmail.com

Probashir EiD

A Special Eid Magazine for Bangladeshi Community published in Qatar

Editor: Tamim Raihan
Publisher: Gulf Bangla

May 2022

Website: www.gulfbangla.com
Facebook: /qatarbanglanews
/gulfbangla

Mobile: +974 30488114

সম্পাদকীয়

এই দূর পরবাসে, কাতারে গত কয়েক বছর ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রয়াস হিসেবে গালফ বাংলা নিয়মিত বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলা বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে প্রবাসীর ঈদ নামে এই বিশেষ ম্যাগাজিন।

প্রতিবারই এমন বাংলা ম্যাগাজিন প্রকাশের আগে কাতারে গালফ বাংলার পক্ষ থেকে বাংলাদেশি সংবাদকর্মীদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের সহযোগিতা চেয়ে থাকি। কিন্তু এ ধরণের প্রকাশনার ব্যাপারে কাতার প্রবাসী সাংবাদিক বন্ধুদের অনাগ্রহ ও অসহযোগিতামূলক আচরণ আমাদেরকে হতাশ করে, তবে দমিয়ে রাখতে পারে না। পাঠকদের আস্থা ও ভালোবাসার শক্তিতে আমরা ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকি প্রতিবারই।

সাম্প্রতিক সময়ে কাতারস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে দূতাবাস বুলেটিন নামে একটি বিশেষ প্রকাশনা বের হচ্ছে। এটি কাতার প্রবাসী বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের জন্য আনন্দদায়ক বিষয়। প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা পূরণে দূতাবাসের এমন পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এক মাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের কাছে আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে। আমরা জানি, ঈদের এই আনন্দঘন সময়ে আমাদের মনের কোণে বেজে ওঠে বিষাদের করুণ সুর। পরিবার ও প্রিয়জন এবং স্বদেশ থেকে দূরে থাকার এই অসহনীয় বেদনা যে প্রবাসে থাকেনি, সে বুঝবে না।

তবে আমরা বিশ্বাস করি, ঈদুল ফিতরের মহিমায় ভালোবাসা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে মর্মবাণী নিহিত, সেইসব মানবিক গুণাবলী এই প্রবাসেও চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের ঈদকে প্রকৃত অর্থে সফল ও প্রাণবন্ত করতে পারি। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বুকে বুক মিলিয়ে একে অন্যকে ভালোবাসার যে চর্চা আমরা ঈদের নামাজান্তে করি, তা যেন সারাবছরই আমরা সবক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারি, সেজন্য আমাদের সবাইকে উদ্যোগী এবং সচেতন হতে হবে।

গালফ বাংলার এই বিশেষ ম্যাগাজিন 'প্রবাসীর ঈদ' প্রকাশনায় যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সব সুহৃদের প্রতি আমাদের ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

শুভেচ্ছা বাণী

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য গালফ বাংলার উদ্যোগে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি কাতারে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপরই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। একইভাবে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে বহুবিধ প্রদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রবাসীদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ওয়েজ আর্নার স্কিমের আওতায় স্পেশাল বন্ডের বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশে রেখে যাওয়া প্রবাসীদের পরিবার পরিজনের আর্থিক সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য 'প্রবাসী বীমা' বাধ্যতামূলক করাসহ তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় বর্তমান সরকার সবসময় সচেষ্ট রয়েছে।

কাতার মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ এবং বাংলাদেশের একটি বড় শ্রমবাজার। চার লাখের বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী কাতারে বিভিন্ন খাতে কর্মরত রয়েছেন। কাতারসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছেন।

বর্তমান সরকারের দূরদর্শীতায় দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বাংলাদেশ আজ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের এই অভূতপূর্ব উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আমি প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিনন্দন জানাই।

কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস চর্চায় এই স্মরণিকা সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি এই স্মরণিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি

শুভেচ্ছা বাণী

মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য বাংলা নিউজ পোর্টাল গালফ বাংলার উদ্যোগে কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি বিশেষ ঈদ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রবাসীদের ঈদের অনুভূতি ও ভাবনা নিয়ে এই ম্যাগাজিনের প্রকাশনা কাতারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

পবিত্র রমজানে এক মাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের জন্য আনন্দ ও উৎসবের বার্তা বয়ে আনে। ঈদুল ফিতরের দিন আমরা সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরি, এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের পরিচয়কে আরও সমুন্নত করি। সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্বের এই দীক্ষা যেন বছরভর আমাদের চিন্তা ও চেতনায় জাগ্রত থাকে, সেটিই আমাদের সবার কামনা।

কাতারে বসবাসরত প্রবাসী ভাই ও বোনদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আজ আমরা এই কাতারে সংখ্যাগত বিচারে শীর্ষস্থানীয় বিদেশি কমিউনিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম অবস্থানে রয়েছি। ফলে বিদেশের মাটিতে প্রিয় মাতৃভূমি ও নিজেদের কল্যাণে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর তাই এই প্রবাসে আমাদের কোনো কাজ বা আচরণে যেন প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকা এবং অন্যদেরকে সচেতন রাখা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই, আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি।

কাতার এবং বাংলাদেশের সুসম্পর্ককে উত্তরোত্তর উত্তরণের পূর্বশর্তই হচ্ছে কাতারে আমাদের সামগ্রিক আচার আচরণ। তাই আমরা যেন ভুলে না যাই বর্তমান বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উন্নয়নে প্রবাসী হিসেবে আমাদের অবদান, দেশের শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যোগ্য নেতৃত্ব- সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে এক রোল মডেল, যা কোনোভাবেই যেন নস্ট না হয়। সেই চিন্তা মাথায় রেখে আমরা কাতারে জীবন পরিচালনা করবো- এই হোক আমাদের এই পবিত্র ঈদে সবার অঙ্গীকার।

আসুন, আমরা সবসময় সার্বিক বিষয়ে এই দেশের আইন-কানুন ও যাবতীয় নির্দেশনা মেনে চলি। সব ধরণের অপরাধ থেকে দূরে থাকি। এর মাধ্যমেই আমরা কাতারে একটি সচেতন ও সুন্দর কমিউনিটি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয় সমুন্নত করার পাশাপাশি আমাদের জন্মভূমি প্রিয় বাংলাদেশের সুনাম ও সম্মান আরও বিকশিত করতে সফল হবো।

সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক।

প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন আকন

সভাপতি

বাংলাদেশ কমিউনিটি কাতার

কাতারসহ বিশ্বের সব দেশের প্রবাসী এবং বাংলাদেশি ভাই-বোনদের প্রতি

ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

MD Mahabub Alam (Manik)
CIP
Chairman

Mossamet jesmin akther
CIP
Chairman

Tokyosat group of Companies

Tokyosat Group of Company branches:

- Bangladesh
- Kingdom of Saudi Arabia
- U.A.E
- Qatar
- Oman
- Bahrain
- Malaysia
- Singapore
- Brunei
- Sri Lanka

Manufacturing & Distribution

- Satellite All Items
- Electronics & household items
- Blanket
- Trolley bags
- LCD & LEDTV
- Perfume & Attar

Saiful Islam Sagar

Managing Director

- Tokyosat Group of Companies
- Newmax Trading W.L.L
- Zaharat Al Oud Trading

Abu Zaher babul
Managing Director

ABU ZAHER
Vegetables & Fruits Trading

ROMANA
Hypermarket

CAPITAL
Hypermarket

কাতারে আপনার ব্যবসা আরও পরিচিত করতে

বিজ্ঞাপন দিন আমাদের মাধ্যমে

কাতারে এবং অন্যান্য দেশে প্রবাসী এবং স্থানীয়দের কাছে আপনার পণ্য বা কোম্পানির বিজ্ঞাপন পৌঁছে যাবে খুব সহজে

কাতারভিত্তিক প্রথম বাংলা অনলাইন পত্রিকা

গালফ বাংলা

গালফভুক্ত দেশগুলোর খবর নিয়ে ইংরেজি অনলাইন

গালফ ট্রিক

আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ

gulfbangla.com

gulftrick.com

GULF BANGLA

60,046

QATAR BANGLA NEWS

130,000

ঈদুল ফিতর
সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দিন

কুরআন মজীদের যে আয়াতে রোযা ও রমযানপ্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সে আয়াতের শেষাংশে ঈদের আনন্দের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে।

ইসলামী ঈদের স্বরূপ ও তাৎপর্য বোঝার জন্য ওই বিষয়টা অনুধাবন করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) রমযান মাস, তাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথপ্রাপ্তির স্পষ্ট নিদর্শন ও হক্ব-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা সফরে থাকলে, তাকে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চান না এবং এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।'-সূরা বাকারা : ১৮৫

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যে কল্যাণকর বিধান দান করেছেন এবং তা পালন করার তাওফীক দিয়েছেন এজন্য আল্লাহর শোকরগোযারী করা এবং তাঁর মহত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করাই হল ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য।

আসমানী হিদায়াতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর সুফল ও কল্যাণপ্রসূতা সম্পর্কে মু'মিনের মন আশ্বস্ত ও প্রশান্ত থাকে। এই প্রশান্তির মূলে হল তাঁর ঈমান। মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস ও সুধারণা এবং তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে, সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও সদাশয়তা সম্পর্কে অটুট প্রত্যয় মুমিনকে তাঁর বিধান ও নির্দেশনা সম্পর্কেও প্রত্যয় দান করে। জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতা তাঁর সে প্রত্যয়ে প্রশান্তির পরশ বুলায়মাত্র এবং এটা শুধু আসমানী নির্দেশনার অনিবার্যতা ও অপরিহার্যতা এবং এর যথার্থতা ও কল্যাণপ্রসূতাকেই তার সামনে পরিস্ফুট করে তোলে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এটা তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের মূল ভিত্তি নয়, মূল ভিত্তি হল তাঁর ঈমান। আর এজন্যই সে মু'মিন ও বিশ্বাসী।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই কল্যাণকর বিধান ও নির্দেশনা লাভের ওপর এবং সে বিধান পালনের তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার ওপর আল্লাহ তাআলার শোকরগোযারী করা অপরিহার্য।

রোযার বিধান যেমন আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, তেমনি এর ওপর শোকরিয়া আদায়ের শিক্ষাও আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। উপরোক্ত আয়াতের শেষ অংশে এ বিষয়টিই উল্লেখিত হয়েছে। বান্দার সমগ্র সত্তায় আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের সমর্পিত বহিঃপ্রকাশ বান্দাকে পূর্ণ শোকরগোযার বান্দায় পরিণত করে।

ঈদুল ফিতর উদযাপনের পুরো বিষয়টিই 'আল্লাহু আকবার'-এর চেতনা ও মর্মবাণীকে প্রকাশিত করে।

এজন্য মৌখিকভাবেও 'আল্লাহু আকবার' বলা এ সময়ের একটি বিশেষ যিকির। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন ঈদের রাতে ও ঈদের সকালে তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদগাহে যাওয়ার সময়ও নিম্ন স্বরে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর এবং ঈদের খুতবার তাকবীরগুলো ঈদুল ফিতরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এই বিধানগুলো পালনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকল মিথ্যা বড়ত্বের দাবিদারকে পরিত্যাগ করে লা শরীক আল্লাহর বড়ত্বকে স্বীকার করে নেওয়া মু'মিনের ঈমানের দাবি। আসমানী বিধানের সমান্তরালে যেসব মত ও ব্যবস্থা মানুষ তৈরি করে নিয়েছে, মিথ্যা প্রচার-প্রচারণার কারণে যে গলিত সংস্কৃতিকে মানুষ নতশিরে কুর্ণিশ করেছে আর অর্থ ও সম্পদ এবং চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে-এই সকল মিথ্যা 'ইলাহ'র প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে এক লা শরীক আল্লাহর বড়ত্বে ও কর্তৃত্বে প্রত্যাবর্তন আর চিন্তা ও চেতনায় এবং কর্মে ও সাধনায় আল্লাহর আনুগত্যে সমর্পণই হল এ দিনের মর্মবাণী।

তাই আসুন, এই দিনে আমরা সকল মুসলিম 'আল্লাহু আকবারে'র প্রেরণায় উজ্জীবিত হই এবং সকল মিথ্যা 'ইলাহ'র দাসত্ব পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যে সমর্পিত হই। আল্লাহর মুহাব্বত ও আল্লাহ-নির্ভরতাই হোক আমাদের পরিচয়।

'জীবনে যাদের হররোজ রোযা' তাদেরকেও যেন না ভুলি

ঈদুল ফিতরের আনন্দ উপভোগের সময় আমরা যেন আমাদের পার্শ্ববর্তী গরীব মানুষটির কথা না ভুলে যাই। তার সন্তানের মুখেও যেন একটুখানি আনন্দের হাসি ফুটে উঠতে পারে, খুরমা-ফিরনীর একটুখানি আয়োজন যেন তার পর্ণকুটিরেও হয়-এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। সদকায়ে ফিতর বিধিবদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণও এটাই।

প্রবন্ধ

মুসলমানদের জীবনে ঈদুল ফিতর

ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান

সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর অনাবিল আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। 'ঈদ' মুসলিম উম্মাহর জাতীয় উৎসব। ঈদুল ফিতরের দিন প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের জীবনে অশেষ তাৎপর্য ও মহিমায় অনন্য। ঈদুল ফিতর প্রতিবছর ধরণিতে এক অনন্য-বৈভব বিলাতে ফিরে আসে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানের সিয়াম সাধনার শেষে শাওয়ালের এক ফালি উদিত চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদের আগমনী বার্তা। সিয়াম পালনের দ্বারা রোজাদার যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সৌকর্য দ্বারা অভিষিক্ত হন, ইসলামের যে আত্মশুদ্ধি, সংযম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দানশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, মহানুভবতা, সাম্যবাদিতা ও মনুষ্যত্বের গুণাবলি দ্বারা বিকশিত হন, এর গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে ঈদুল ফিতর সমাগত হয়। এ দিন যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তা অফুরন্ত পুণ্যময়তা দ্বারা পরিপূর্ণ। শাওয়ালের চাঁদটি দেখামাত্র বেতার-টেলিভিশন ও পাড়া-মহল্লার মসজিদের মাইকে ঘোষিত হয় ঈদের আগমনী বার্তা।

সুদীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ প্রতিটি মুসলমানের ঘরে নিয়ে আসে আনন্দের সওগাত। ঈদগাহে কোলাকুলি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে। ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের আয়োজন, যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আনন্দ সমভাগাভাগি করে। মাহে রমজানের রোজার মাধ্যমে নিজেদের অতীত জীবনের সব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার অনুভূতি ধারণ করেই পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈদের খুশি। ঈদুল ফিতর বা রোজা ভাঙার আনন্দ-উৎসব এমনই এক পরিচ্ছন্ন আনন্দ অনুভূতি জাগ্রত করে, যা মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথপরিক্রমায় চলতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সানন্দে ঘোষণা করেন, 'প্রতিটি জাতিরই আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

ঈদ ধনী-গরিব সব মানুষের মহামিলনের বার্তা বহন করে। এক কাতারে দাঁড়িয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের একসঙ্গে নামাজ পড়ার সুযোগ এনে দেয় ঈদ। ঈদের খুশির এক অন্যতম উপকরণ হচ্ছে ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোজা রাখার পর ঈদের নামাজ আদায়ের পর ঈদগাহ ময়দানে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রেখে আলিঙ্গন করলে মুসলমানরা সারা মাসের রোজার কারণে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভুলে যায়। সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের নামাজের বার্ষিক জামাতে সানন্দে উপস্থিত হয়। এ যেন একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও কুশল বিনিময়ের এক অপূর্ব সুযোগ। তখন ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আমির-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো রকম ভেদাভেদ বা বৈষম্য থাকে না।

ঈদ মানেই পরম আনন্দ ও খুশির উৎসব। 'ঈদ' শব্দটি আরবি, শব্দ মূল 'আউদ', এর অর্থ এমন উৎসব যা ফিরে ফিরে আসে, পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, রীতি হিসেবে গণ্য হয় প্রভৃতি। এর অন্য অর্থ খুশি-আনন্দ। উচ্ছল-উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত। ঈদুল ফিতর প্রতিবছর চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী শাওয়াল মাসের ১ তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে এক অনন্য আনন্দ-বৈভব বিলাতে ফিরে আসে। এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নানা নিয়মকানুন পালনের পর মুসলিম বিশ্বে উদ্‌যাপিত হয় ঈদুল ফিতর; অন্য কথায় রোজার ঈদ। 'ফিতর' শব্দের অর্থ ভেঙে দেওয়া। আরেক অর্থে বিজয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর যে উৎসব পালন করা হয়, তা-ই ঈদুল ফিতরের উৎসব। বিজয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রমজান মাস রোজা রেখে আল্লাহ-ভীরু মানুষ তার ভেতরের সব ধরনের বদভ্যাস ও খেয়াল-খুশিকে দমন করার মাধ্যমে একরকমের বিজয় অর্জন করে। সব মিলিয়ে ঈদুল ফিতরকে বিজয় উৎসব বলা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে ধনী-গরিব সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়। আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, জগতের সব মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। আগামী দিনগুলো সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক! হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক! ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক—এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। তাই আসুন, ঈদের নির্মল আনন্দ ছড়িয়ে দিই সবার মনে-প্রাণে; বুকে বুক মিলিয়ে চলুন সবাই সবার হয়ে বলে যাই, 'ঈদ মোবারক আস্-সালাম।'

সেলিম আহমদ

আমাদের নিজেদের কোন শখ নেই। সব সময় ভাবতে থাকি, এই মাসে যদি একটু বেশি টাকা ইনকাম হতো তাহলে পরিবারের সবাইকে মন ভরে সবকিছু দিতে পারতাম। পরিবারের সুখই আমাদের সুখ।

ঈদের আগে পরিবারের জন্য ৫০-৬০ হাজার টাকা পাঠাই, যাতে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নতুন জামা কাপড় কিনে দেওয়া হয়। রমজানের সময়ও বাড়তি টাকা পাঠাই, যেন ইফতারের আয়োজন করে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হয়। বিশেষ করে ঈদের সময় যেন সবাইকে দাওয়াত দিয়ে এক জায়গায় মিলিত হয়- এসব দেখেই আমরা খুশি থাকি।

আমরা নিজেরা এখানে নিজেদের পুরনো জামা কাপড় দিয়ে ঈদ কাটিয়ে দেই। কোন কোন সময় ঈদের দিনেও ডিউটি থাকে। একটা জামা কাপড় কিনতে গিয়ে দেখি ২০০ রিয়াল, তখন ভাবি এত টাকা দিয়ে কেন কিনবো- টাকাটা দেশে পাঠিয়ে দেই।

দোহা, কাতার

মো. বেলায়েত হোসেন

আলহামদুলিল্লাহ প্রবাসে ঈদ খুবই ভালো কাটে। তবে ঈদের নামাজ পড়ে রুমে আসার পর পরিবারকে খুব মিস করি। *দোহা-কাতার*

নুরুল আবছার

জীবনের বেশ কয়েকটি ঈদ কেটে যাচ্ছে মরুর বুকে, এই দূরদেশে কাতারে। দেশে থাকা আব্বা-আম্মা ও ছোট ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়া প্রবাসের ঈদগুলো সত্যিই নিরানন্দে পার হয়ে যায়! তবে প্রবাসীদের ঈদ হচ্ছে দেশ, মা-মাটি ও মানুষদের প্রতি গভীর মমতা অনুভব করা এবং বন্ধুদের সাথে অতীতের ঈদের আনন্দগুলোর স্মৃতিচারণ করা।

দেশে ঈদের দিনে নামাজ আদায় করে বাড়িতে এসে আব্বা-আম্মাকে সালাম করে তাঁদের সাথে প্রথম ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করা ছিল কতো আনন্দের। এরপর দলবদ্ধ হয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করা!

আর এই প্রবাসে আব্বু-আম্মু ও শৈশবের বন্ধুদেরকে কাছে না পেলেও পেয়েছি অনেক বড় ভাই ও ছোট ভাই এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব। তাদের সাথে ঈদের আনন্দ উদযাপন করি নিজেদের সাধ্যমতো! এভাবেই কেটে যায় আমাদের ঈদ, প্রবাসীদের ঈদ। *শিমাল-কাতার*

মিজান রহমান

মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখে প্রবাসে একা ঈদ করতে কখনোই ভালো লাগে না। এ ছাড়া কাজও থাকে । তাই পরিবার ছাড়া ঈদের কোনো আনন্দ নেই।

তবে একটা বিষয় না বললেই নয়, ইসলামি দৃষ্টিস্কোণ থেকে আমার দেশ থেকে কাতারে ঈদ করা অনেক উত্তম । কারণ এই দেশে কোনো ধরনের বিদআত নাই, বরং সহিহ্ আকিদায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য কাতার ধর্ম মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। *দোহা-কাতার*

মো. আব্দুর রহিম

মা-বাবা এবং আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এই প্রবাসে ঈদ করা কষ্টকর। তবুও তা মেনে নিতে হয়। তাই কষ্ট ভুলে থাকতে ঈদের সারাদিন কাতারে বন্ধু ও কাছের মানুষেরা মিলে ক্রিকেট ম্যাচ খেলি। এর মধ্যেই ঈদের সুখ খুঁজে ফিরি।

দোহা-কাতার

মো. হাবিব উল্লাহ রাসেল

প্রবাসে ঈদের আনন্দটা আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি সবাই এক সাথে নামাজ আদায় করি। এক জন আরেকজনের সাথে কোলাকুলি করি। প্রবাসে অনেকের সাথে সহজে দেখা হয় না, ঈদের সময় তাদের সাথে দেখা হয়। এভাবেই কেটে যায় প্রবাসের ঈদ।

দোহা, কাতার

সোহেল রানা

আসলে প্রবাসে আমাদের ঈদের অনুভুতি আশ্চর্যজনক। এই অনুভূতি মুখে বলে বা লিখে প্রকাশ করার মতো ভাষা জানা নেই আমার। এ দেশে এসি বাসা, এসি গাড়ি, দামি ফাস্ট ফুড- সবই আছে, তবুও বুকের ভেতর কেমন জানি না থাকার এবং না পাওয়ার হাহাকার।

এবারের ঈদ-উল-ফিতর নিয়ে ২০তম ঈদ হবে আমার প্রবাস জীবনে। পাই না সেই নিজের বাসায় বানানো চিরচেনা খাবারের স্বাদ, না পারি একটু অবসরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে, এখানে নেই কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যাওয়ার আনন্দ।

মরুর দেশে এসে জীবনটাই যেন একটা মরুর কাহিনি হয়ে গেছে। তবুও সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এতো ভাল থাকার পরও না পাওয়ার হাহাকার চারপাশে।

দোহা, কাতার

মিলন মিয়া

সবাইকে ছেড়ে প্রবাসে ঈদকে ঈদ মনে হয় না। সকাল বেলা মায়ের হাতের রান্না করা সেমাই খেয়ে নামাজ পড়তে যাওয়া, নামাজ পড়ে সবার সাথে মোলাকাত করা- এগুলো এক অন্যরকম মজা। আর প্রবাসে নিজেকে জেলখানার বন্দী মনে হয়, ঈদ বলে কিছুই মনে হয় না এখানে।

দোহা, কাতার

মাশরুর আহমেদ

গত সাত বছর ধরে কাতার আছি। প্রবাস জীবন কখনো সুখের নয় যদি তা হয় পরিবার থেকে অনেক দূরে একা থাকা। সব সময় মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য মন প্রাণ উদাসীন থাকে। পরিবারের মানুষগুলো ভালো থাকলেই আমি বা আমরা প্রবাসীরা ভালো থাকি।

কারণ, আমরা এই পরিবারের লোকদের জন্যই প্রবাসী হয়েছি। ওদের ভালো রাখা আমার মতো হাজার হাজার প্রবাসীর এখন দায়িত্ব হয়ে গেছে । তারা ভালো থাকলেই আমার ঈদের আনন্দ আমি পাই।

অনেক বছর হলো পরিবারের সাথে ঈদ করা হয়নি। ভবিষ্যতে আবার যখন পরিবারের আপন মানুষগুলোর সাথে ঈদ করতে পারবো, তখন ওই দিনটি হবে সব চাইতে বড় সুখের ঈদ! পরিবারের সবাইকে সহ দেশের সবাইকে জানাই ঈদ মুবারক। *কাতার*

তারেক জামিল

অনেক কষ্ট আমার। কারণ আমার বাবা মারা গেছেন। নানা-নানুসহ অনেকে মারা গেছেন । তাঁদের কাউকে দেখতে পারিনি। ঈদ এলে তাই আমার খুব কষ্ট হয়। কারণ সবার কথা মনে পড়ে ঈদের দিন। সবাইকে খুব মিস করি সেদিন। *সানাইয়া কাতার*

সাজিদুল মাওলা

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। একটা সময় ছিল যখন সবাই মিলে এই অনাবিল আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতাম। কিন্তু প্রবাসে আসার পর এটি স্বপ্নে পরিণত হয়। ঈদের আনন্দে দেশে সবাই যখন আত্মহারা থাকে, তখন প্রবাসীরা কাজে ডুবে থাকেন, নয়তো ঘুমিয়ে দিনটি পার করে দেন। বাংলাদেশের ঈদের আমেজ অনেকটাই অনুপস্থিত আমাদের প্রবাসী জীবনে।

তাই তো ঈদের দিন না চাইলেও মনে পড়ে যায় সেই পুরোনো দিনের কথা, কাছের অতি প্রিয় মানুষগুলোর কথা। মা-বাবা ও ভাই-বোন এবং বন্ধুদের সাথে কাটানো সোনালী দিনগুলোর ফেলা আসা স্মৃতিগুলো মনে পড়ে খুব। সেইসব ঈদের আনন্দ এখন কেবলই স্মৃতি। এখানে সবাই ব্যস্ত যার যার কাজে।

তবুও আমার প্রত্যাশা, ভালো থাকুক প্রবাসে থাকা সব মানুষ এবং তাদের পরিবার। সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। *দোহা, কাতার*

মো. সোহেল উদ্দীন

প্রবাস...! আর কয়েকটা মাস গেলেই কাতারে আমার ৬ বছর পূর্ণ হবে- তাও ধারাবাহিকভাবে। এই ছয় বছরে পরিবার ও স্বজন ছাড়া ঈদ কাটিয়ে আসছি..! তবে, এই প্রবাসের বুকে কিছু বন্ধু বান্ধব তৈরি হয়েছে,যাদের সাথে থাকলে মনে হয় তারাই আমার স্বজন, তারাই আমার পরিবারের আপনজন। এই দূর প্রবাসে প্রতিবছর ঈদটা এই কাছের মানুষদের নিয়েই উপভোগ করা হয়। ইনশাআল্লাহ, এবারও ব্যতিক্রম হবে না। পরিশেষে স্বদেশ ও বিদেশে থাকা সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবার জন্য সুস্থতা এবং মঙ্গল কামনা করছি। *দোহা-কাতার*

মোঃ সাইফুর রহমান

ঈদ এলে মনের মধ্যে অনেক আনন্দ এসে জমে। তবে এই দূর প্রবাসে ঈদের আগমনে খুব বেশি আনন্দ হয় তা কিন্তু নয়। তারপরও কি আর করা।খুশি থাকার চেষ্টা করি।

প্রতিদিনের মতো ঈদের দিনেও কাজ থাকে।

এভাবেই শুরু হয় ঈদের দিন। ঈদের সালাত আদায় করি। এর সবাই মিলে সেমাই-ফিরনি খাই আর বাড়িতে সবার সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করি। এরপর বিকেলে একটু বাইরে ঘুরতে বের হই। এভাবেই কেটে যায় প্রবাসের ঈদ। *দোহা-কাতার*

মো. বিল্লাল হোসাইন

প্রবাসে ঈদের দিন স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে স্থানীয় ঈদগাহে ঈদের নামাজ পড়তে যাই। ঈদের নমাজ শেষে একে অপরের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি।

তারপর প্রতিবেশীদেরকে সাথে নিয়ে ঈদের সেমাই ও মিষ্টি খাই। প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদেরকে ক্যাম্প থেকে বাসায় এনে একসাথে দুপুরের খাবার খাই। পড়ন্ত বিকেলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি পরিবারের সাথে কুশল বিনিময় করি। এভাবেই কেটে যায় ঈদের দিন। *দোহা, কাতার*

সিফাত খান

ঈদ মানে আনন্দ, আর এই আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। বছর তিনেক হলো প্রবাসে থাকি, আর তাই প্রতিটি ঈদ এই দূর পরবাসে আমার জন্য অন্যরকম এক অনুভূতি নিয়ে আসে।

কারণ, প্রবাসে পরিবার-পরিজন, প্রিয়তমা স্ত্রী, মমতাময়ী মা, স্নেহের সন্তান ও ভাই-বোন ছাড়া ঈদের দিনটি অতিবাহিত করা অনেক কষ্টদায়ক। আর তাই ঈদের দিনটা এখানে আমার জন্য অনেকটাই হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনায় মিশ্রিত একটা দিন।

ছোট বেলায় মায়ের হাতে তৈরি সেমাই-পায়েশ খেয়ে বাবার সাথে ঈদগাহে যাওয়া, আর বাবার মৃত্যুর পর একা একা ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া- এসবই এখন শুধু স্মৃতি।

প্রতিবার নামাজ শেষে মেয়ে এবং স্ত্রীকে পরের বার আরও বেশি সালামি দেওয়ার কথা বলে, ঈদের বিশেষ খাবার খেয়ে সবার সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা- এই মধুর বিষয়গুলো এই সুদূর প্রবাসের মাটিতে অনেক বেশি মিস করি।

আমরা যারা প্রবাসে থাকি, তারা বুঝি প্রিয়জন পাশে থাকা কী, প্রিয় মাতৃভূমি কী! তাই কামনা করি, যারা দেশে আছেন তারা যেন কাছের মানুষগুলোকে ভালোবেসে আঁকড়ে রাখেন। তাহলেই আমাদের দূর প্রবাসের ঈদ সার্থক হবে।

'প্রতিটি প্রাণে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে প্রতিটি হৃদয় জ্বলে উঠুক ত্যাগের মহিমায়, শুধু ঈদের দিনই নয় এ বন্ধন, এ ত্যাগের শিক্ষা জাগরন হোক প্রতিটি দিন আর তা শুরু হোক এই ঈদ দিয়ে- এমন প্রত্যাশায় সকলকে ঈদুল ফিতরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

আলরাইয়ান, কাতার

মো. তারেক হোসেন

প্রবাস জীবনের ঈদ অনেক কষ্টের হয়ে থাকে। পরিবারকে খুশি করতে শ শ মাইল পাড়ি দিয়ে আসতে হয় প্রবাসে। আর যখন ঈদ আসে তখোন সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে যখন মা ঈদের দিন সকালে ফোন দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন, বাবা তুমি কেমন আছো ঈদের নামাজ পড়ছো? কী খাইছো?

তখন হাজারো কষ্ট বুকে চেপে বলতে হয়, মা তুমি কাঁদছো কেন? আমি ভালো আছি। সকাল থেকে অনেক কিছু খেয়েছি।। ঈদে নতুন জামা ও প্যান্ট না কিনলেও বলি, নতুন কাপড় কিনেছি। অথচ প্রবাসে আমাদের নতুন কেনা হয় না। কারণ আমরা মনে করি, একদিনের জন্য কিনে কী লাভ।

সুখে না থেকেও পরিবারকে বলা, অনেক ভালো আছি। এটাই প্রবাস জীবনের ঈদ। *দোহা, কাতার*

ফারুক হোসাইন

প্রবাস জীবন অনেক মজার বা আনন্দের বলে ভাবতাম দেশে থাকতে। আসার পর আমার সময় ভালোই ছিল। মাঝখানে কিছুটা সময় কষ্টে কেটেছে। এখন আবার পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে। আশা করি, এবারের ঈদে আবারও পুরনো দিনের আনন্দ ফিরে পাবো।

আলআতিয়া, কাতার

কাতারসহ বিশ্বের সব প্রবাসী ও
বাংলাদেশি ভাই-বোনদের প্রতি

পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

MD MOZIBUR RAHMAN
Managing Director of

فريش اس هايبر ماركت
FRESH'S HYPERMARKET

سوبرماركت المحروسة
AL MAHROSA SUPERMARKET

Fresh S/M-Ain Khalid,Al Keesa,Fereej Abdul Aziz
Mahrosa S/M-Fereej Abdul Aziz,Sanaya,Najma,Muaither

কাতারসহ বিশ্বের সব দেশের প্রবাসী এবং বাংলাদেশি ভাই-বোনদের প্রতি

AL HAMMADI TRAVEL এর পক্ষ থেকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

আমাদের সেবা সমূহ:

- এয়ার টিকেট
- হোটেল
- ইন্সুরেন্স
- ভিসা সহযোগিতা
- ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স

উমরাহ প্যাকেজ

প্রবাসীদের জন্য সব এয়ারলাইনসের টিকেটে বিশেষ ছাড়

ABDULLAH AL HASAN OVI
Executive Director

hammaditravels@gmail.com www.hamaditravel.com

Al monsura (Near metro station) Doha, Qatar
মানসুরা মেট্রো স্টেশনের কাছে। দোহা, কাতার

3138 7888
3138 7999

কাতারে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী এবং বিশ্বের সকল প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

Hareesna Restaurant
Arabic, Indian & Asian Cuisine

Maamoura (Near Al-Meera - Mamoura)
Phone: 4427 0247

New Al Rayyan (Opposite of Al-Shaheen Est)
Phone: 4481 1100

@hareesnarestaurant

বিশেষ রচনা

দেশে ও প্রবাসে : আমার দেখা ঈদুল ফিতর

তামীম রায়হান

ঈদের আবহে আনন্দ ও উৎসবের যে বর্ণিল বার্তা লুকিয়ে থাকে, এর বহিঃপ্রকাশ বাংলাদেশে যেভাবে হয়ে থাকে, আমি আর কোথাও তা দেখিনি। ঈদের দিন ধর্মীয় যে ব্যাপারগুলো থাকে, এসব পালন সব দেশে প্রায় একইভাবে হয়ে থাকে।

ঈদের নামাজ এবং নামাজ শেষে পরস্পরে কোলাকুলির যে মূল আনুষ্ঠানিকতা- এই মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে ঈদ কেবল এর মধ্যেই ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ। এছাড়া এসব দেশে ঈদের অন্য কোন আনন্দ নেই, আবহও নেই।

সাধারণত ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ পরপরই আরবদেশগুলোতে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সবাই ঘরে ফেরে। প্রচন্ড গরমের এই মৌসুমে ঘুমিয়ে সবাই সকালটুকু পার করে। দুপুরের পর আরবীয়রা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজেদের বাবা-দাদাদের ঘরে যায়। সেখানে সবাই মিলে তারা দুপুরের খাবার এবং গল্প গুজবে বিকাল পর্যন্ত সময় কাটায়। ঈদের দ্বিতীয় পর্ব এভাবে পার হয়ে যায়।

বিকেলের পর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি আরবীয়

তরুণরা তাদের পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বন্ধুদের নিয়ে। সাগরতীরে আড্ডা, নয়তো কোথাও দূরে মরুর বুকে ঘুরতে যাওয়া, অথবা কোনও নৈশক্লাবে উৎসবে। এভাবেই তাদের ঈদের দিনটুকু শেষ হয়।

এতো গেল স্থানীয় আরবীয়দের কথা। এসব দেশে যে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী থাকেন বিভিন্ন দেশের, তাদের ঈদ আরও বেশি নিরানন্দের। দু মুঠো ভালো আহার, দুপুরে ঘুম এবং বিকেলের পর সবাই মিলে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি- এর মধ্যেই তাদের ঈদের সমাপ্তি। যাদের কোনও সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই- তাদের সময় কাটে দেশে থাকা পরিবার বা স্বজনের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। বাকি সময়টুকু তাদের কেটে যায় টিভি দেখে দেখে।

এই চিত্রের বাইরে আমাদের দেশের ঈদ অনেক বেশি বর্ণিল ও রঙিন। ঈদের নতুন পোষাক কেনা, ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজনদের বাসা-বাড়িতে ঘুরতে যাওয়া এবং বন্ধু ও সঙ্গীদের নিয়ে শহর-গ্রাম দাপিয়ে বেড়ানোয় যে স্বাধীন আনন্দ ও খুশি আমাদের ঘিরে রাখে, তা এই আরব দেশগুলোর কোথাও নেই।

ধন ও প্রাচুর্যে ভরা এই দেশের নাগরিকদের জীবন যাপনে ঈদ নতুন কিছু বয়ে আনে না। কারণ, এঁরা বছরভর সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন জামা-কাপড় এবং জুতা কেনে। নিত্যদিন এঁরা যেসব খাবার খায়, তা ঈদের খাবারের মতোই। কাবছা, মান্দি, বিরিয়ানি, বুখারি, মাজবুছ- গোশত ও চালের সংমিশ্রণে তৈরি এসব খাবার আরবীয়রা নিত্যদিন খায়। ফলে ঈদের দিন যখন এসব খাবারই তাদের জন্য পরিবেশিত হয়, তখন তা বাড়তি কোনও আনন্দ জাগায় না।

আমরা যারা প্রতিদিন সাদা ভাত, ডাল, ভর্তা আর সাধারণ মাছ-মাংস খেয়ে দিন পার করি, ঈদের দিন আমাদের জন্য পোলাও-মাংস যে আনন্দ যোগায়- তা এই আরবীয়রা পাবে কোথায়! আমি তাই আমার বন্ধুদের বলি, ঈদের রূপ ও রস যদি পেতে চাও, তবে আমার দেশে চলো। প্রাচুর্য তোমাদের যা থেকে বঞ্চিত করেছে, আমাদের দারিদ্রে তা তোমরা খুঁজে পাবে।

তবে একথাও সত্য যে, আমাদের দেশে ঈদ-আনন্দের এসব সুখময় দিকগুলোর পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি এখন আমাদের ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছে। ঈদের দিন কোথাও বেড়াতে গিয়ে সবাই একসঙ্গে বসে আছে সত্য, কিন্তু সবাই যার যার মোবাইলে মগ্ন- এমন বিরক্তিকর দুঃখজনক চিত্র আমি বাংলাদেশে দেখছি অহরহ। এই মোবাইল এবং ইন্টারনেট-মগ্নতা আমাদের পারস্পরিক পরিচয় ও সম্পর্কে ভিত নড়বড়ে করে দিচ্ছে।

আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যদের দেখেছি, ঈদের দিন তারা কোথাও বের হন না। এর কারণ, টিভিতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত নাটক-সিনেমা তারা 'মিস' করতে চান না। আমার কাছে এঁদের আধুনিক নগরের যান্ত্রিক মানব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। আনন্দ, আবেগ এবং ভালোবাসা ও মমতার অকৃত্রিম ছোঁয়া থেকে এঁরা বঞ্চিত।

ঈদ আসে, ঈদ যায়। দুঃখ ও কষ্টে ঘেরা আমাদের জীবনযাত্রায় সাময়িক আনন্দের পরশ বুলিয়ে দেয় ঈদ। বছরভর যাদের সঙ্গে দেখা হয় না, তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সুযোগ করে দেয় ঈদ। নগরজীবনে ব্যস্ত মানুষের কাছে এই দুঃসময়ে এটাই বা কম কী!

বাংলাদেশে দারিদ্রের সুখের ঈদ আমি দেখেছি। আরবের প্রাচুর্যে নিরানন্দ ঈদও আমি দেখেছি। আমার খুব ইচ্ছে, জীবনে একটি ঈদ আমি বিধ্বস্ত কোনো এক শহরে পালন করবো। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, ফিলিস্তিন- এই যে দেশগুলো প্রতিনিয়ত মানুষের সৃষ্ট অন্যায় আর দুর্যোগে বিধ্বস্ত হচ্ছে, তাদের কাছে ঈদ কোন বার্তা বয়ে আনে- তা খুব কাছ থেকে দেখবার ইচ্ছা আমার।

ঈদুল ফিতরে ঈদের অনাবিল আনন্দ ও উৎসবে মাতবে দেশ ও মুসলিম বিশ্ব, অকৃত্রিম ভালোবাসায় ভাসবে চারপাশের পরিবেশ। পৃথিবীর এই ছোট্ট ভূখণ্ডের এই সুখময় ঈদের একটি অংশ উড়ে যাক রক্তাক্ত সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লিবিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনের অলি-গলিতে। ঈদ মুবারক তাদের জীবনেও বয়ে আনুক একটু শান্তি ও স্বস্তির পরশ।

বিশেষ রচনা

জুয়েলারি ব্যবসায় স্কাই জুয়েলারি গ্রুপের অগ্রযাত্রা

কাতারের রাজধানী দোহায় স্কাই জুয়েলারি গ্রুপের উৎপত্তির ইতিহাস ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। বাবু জন ওই সময় কাতারে একটি জুয়েলারি শোরুম চালু করেছিলেন। তার স্পষ্ট লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং ত্রুটিহীনতার প্রশংসা এই কোম্পানিকে অত্যন্ত দ্রুত প্রবৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় তখন থেকে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইভিত্তিক কোম্পানি স্কাই জুয়েলারি গ্রুপ। এটির মূলকাজ খুচরো জুয়েলারি খাতে ব্যবসা। অপর যেসব বাণিজ্যিক খাত রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল ও ইন্টেরিওর ডিজাইন।

দোহায় ১৯৭৮ সালে প্রথম খুচরো জুয়েলারির দোকান খুলে কাতারে স্কাই জুয়েলারি গ্রুপটির যাত্রা শুরু হয়। গত ৪৪ বছরে আমিরাত ও উপসাগরীয় (জিসিসি) অঞ্চলে গ্রুপটির উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দশটি জুয়েলারি দোকানের মাধ্যমে জিসিসি অঞ্চলজুড়ে স্কাই জুয়েলারি গ্রুপ খুচরো জুয়েলারি ব্যবসা পরিচালনা করছে। এই গ্রুপ জিসিসিভুক্ত দেশগুলোতে জুয়েলারি ব্যবসায় সমন্বিত ব্যক্তিবর্গের কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে অভিন্ন মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

এছাড়া স্কাই জুয়েলারি গ্রুপ ভারতে ৪টি জুয়েলারি দোকান, ক্লাব ৭ নামে ১টি শপিং মল ও হোটেল পরিচালনা করে আসছে।

মূলত ২২ ক্যারেট স্বর্ণে মূল মনোযোগ দিয়ে স্কাই জুয়েলারি গ্রুপ জুয়েলারি ব্যবসা পরিচালনা করছে। এশীয় কমিউনিটির মানুষের মধ্যে একটি শক্তিশালী গ্রাহকভিত্তি তৈরি করেছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে গ্রাহকভিত্তি ছড়িয়ে দিতে গ্রুপটির পরিকল্পনা রয়েছে।

সম্প্রতি আরবি ও ইতালির নকশায় নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে স্কাই জুয়েলারি গ্রুপ। গত কয়েক বছরে বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গ্রুপটি জুয়েলারি ব্যবসায় বৈচিত্র্য এনেছে। ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করেছে ডায়মন্ড, মূল্যবান পাথর ও মুক্তোর অলংকার।

স্কাইজ

বাবু জনের বড় ছেলে এই ধারণাটির প্রবর্তন করেছেন। ধারণাটি হলো বিপনী বিতান ও হোটেলগুলোর জন্য ডায়মন্ড বুটিক। বৃহত্তর আবেদন তৈরিতে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ডায়মন্ড মজুতের পাশাপাশি ১৮ ক্যারেটের স্বর্ণের অলংকার এবং মুক্তো ও ঘড়ির সংগ্রহ।

ফেস্টিভ্যাল অব -২২ স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের একটি সমাহার

২০১০ সালে স্কাই জুয়েলারির সবচেয়ে উদ্ভাবনী ও কাঙ্ক্ষিত অবদান ছিল ফেস্টিভ্যাল অব ২২ চালু করা। প্রতি মাসের ২২তম দিন স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের দিন উদযাপনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। ২২ ক্যারেট স্বর্ণের বিখ্যাত ব্র্যান্ড হওয়ার কারণে স্কাই জুয়েলারি চালুর পরই বাজার দখল করতে পেরেছে এবং ক্রেতারা প্রতিমাসের ২২তম দিনে অনেক চমকের অপেক্ষায় থাকেন। স্কাই জুয়েলারি পুরো টিম প্রতিবার ২২তম দিনের আগে আকর্ষণ ও উত্তেজনা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিস্ময়কর ডায়মন্ডের অফার

ক্রেতারা প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ছাড় ও উপহার পেতে পারেন। এই অঞ্চলে স্কাই জুয়েলারি কর্তৃক এটি বহুল প্রতীক্ষীত প্রচার। ক্রেতারা আগাম ডায়মন্ড বুকিংয়ের সুযোগ পান এবং পেতে পারেন বিশাল ছাড় ও অফার। স্কাই জুয়েলারি নকশাকার ও পছন্দমতো অলংকার তৈরিতে বিশেষজ্ঞ।

স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড

জিসিসি অঞ্চল, দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিতে জুয়েলারির বাজারে 'স্কাই' জুয়েলারি একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ডের অলংকার পণ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে গ্রুপটি। সম্প্রতি তারা স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের নিজস্ব ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছে।

খুচরো চেইন বিক্রেতা ও পাইকারি বিক্রেতা হিসেবে এই খাতে শীর্ষস্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্কাই জুয়েলারি। বিভিন্ন দামের বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় অলংকারের ডিজাইন মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাওয়া যাচ্ছে। এটি গ্রুপটির একটি সফল ফর্মুলা হিসেবে কাজ করেছে।

প্রতিবেদন

কাতারজুড়ে ঈদুল ফিতর

আবজল আহমেদ

কাতারের চারপাশজুড়ে ঈদের সাজ সাজ রব। বিপণিবিতান ও দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় বলে দেয়, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঈদের আনন্দ সবাইকে উদ্বেলিত করে। প্রচুর বিদেশি অভিবাসী নিজেদের পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে ছুটছেন মাতৃভূমির উদ্দেশে। হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাই ঈদের সময় বছরের অন্য যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি ভিড় হয়ে থাকে। ঈদ উপলক্ষে দোহার কর্নিশসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং সরকারি ও বেসরকারি দৃষ্টিনন্দন ভবনগুলো সাজানো হয় বর্ণিল আলোকসজ্জায়।

প্রতিবছরের মতো এবারও কাতারজুড়ে বিপুল আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় ঈদুল ফিতর। কাতারের রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ভোরে ফজর নামাজ শেষে সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামাত। কাতারজুড়ে শতাধিক বড় মসজিদ ও খোলা ঈদগাহে এসব জামাতে অংশ নেন স্থানীয় নাগরিক ও বিদেশি মুসলিম অভিবাসীরা।

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি ও বাবা আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আলথানি এবং আলথানি পরিবারের সদস্যরা আলওয়াজবা ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করেন। এরপর আমির দিওয়ানে আমিরিতে বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকসহ সর্বসাধারণের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন।

কাতারজুড়ে বসবাসরত লাখো বাংলাদেশি নিজেদের এলাকাগুলোতে মসজিদ বা ঈদগাহে ঈদের নামাজে অংশ নেন। করোনাপূর্ব সময়ে ঈদের দিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন ইনডোর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশিসহ অন্যান্য দেশীয় কমিউনিটির জন্য অনুষ্ঠিত হতো বিশেষ ঈদ উৎসব। কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ উৎসবের আয়োজন করতো সেসময়। এতে প্রবাসীদের পরিবেশনায় নাচ, গান, কৌতুকসহ বৈচিত্রময় আয়োজন ও প্রতিযোগিতা থাকতো।

কাতারে বসবাসরত সবার জন্য ঈদকে আনন্দময় করে তুলতে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচী হাতে নেয় কাতার পর্যটন কর্তৃপক্ষ। দোহার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সুক ওয়াকিফ, সাংস্কৃতিক নগরী কাতারাসহ বিভিন্ন পার্ক ও বিপণীবিতানে ঈদ উপলক্ষে কয়েকদিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব আয়োজনকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল রাখতে সড়ক ও জনসমাগমের স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে কাতারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় কাতারে। তবে বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী ঈদের ছুটি নির্ধারণ করে থাকে।

পরিবারের সঙ্গে কথোপকথন, টিভি নাটক দেখা ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়েই মূলত প্রবাসীদের ঈদ অতিবাহিত হয়। যারা সপরিবারে থাকেন, তারা ঈদের অবসরে বিভিন্ন পার্কে ঘুরতে যান এবং অন্যদের বাসায় নিমন্ত্রিত হন।

এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে থাকে যা কমিউনিটির সদস্যদের কাছে ঈদ আনন্দের বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে যোগ হয়।

বছরভর ব্যস্ত সময়ে ঈদের ছুটির সাময়িক অবসরের দিনগুলো ফুরফুরে মেজাজে পার করেন বাংলাদেশি কর্মীরা। ঈদের দিন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কর্মীদের জন্য ভালো ও উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বিশেষ করে ঈদের দিন দুপুরের পর কোম্পানির বাসে শ্রমিকদেরকে দোহা ও অন্যান্য পর্যটন ও ঘোরাফেরার জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো আর পরিচিতজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্য আনন্দমুখর সময় পার করেন অনেক শ্রমিক।

এভাবে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য ঈদুল ফিতর বয়ে আনে আনন্দ ও উচ্ছাসের অনাবিল বার্তা।

কাতারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ও
সব বাংলাদেশি ভাই-বোনদের প্রতি
পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

MD. Shah Alam Khan

• Chairman •

KHAN GROUP

MOB: 7771 1827 | P.O Box No: 80337 | Doha-Qatar
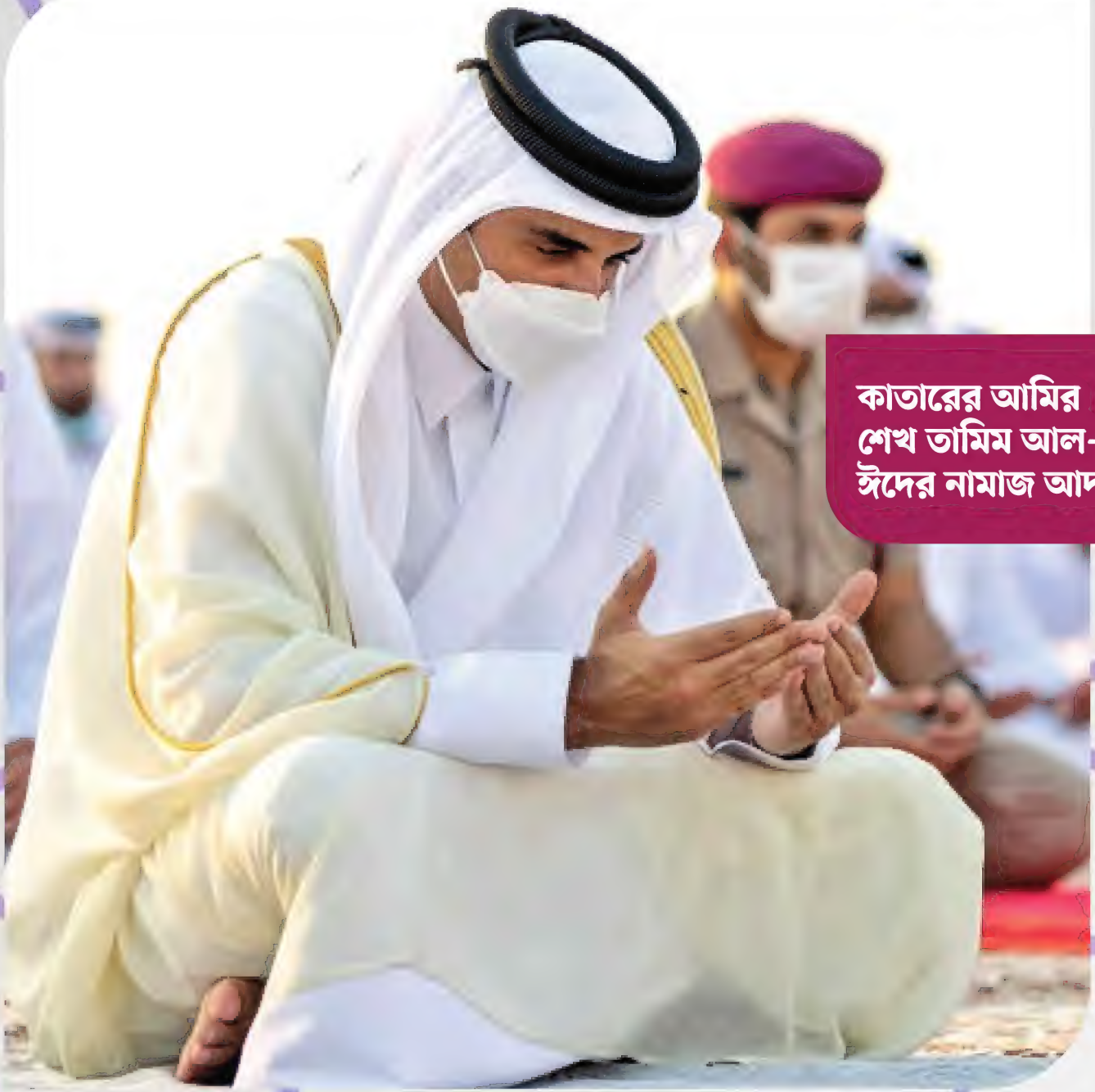
কাতারের আমির
শেখ তামিম আল-থানির
ঈদের নামাজ আদায়ের চিত্র

কাতারজুড়ে
ঈদের জামাত
আদায়ের খণ্ডচিত্র

SKWN AFLAK TRADING CONTRACTING CLEANING SERVICES W. L. L.

কাতারে প্রবাসী লিমুজিন চালকদের জন্য সহজ শর্তে কোম্পানির পক্ষ থেকে গাড়ির মালিকানার সুব্যবস্থা

আজই যোগাযোগ করুন

Zone: 24, Street: 220, Building : 185
B Ring Road, Doha, Qatar

7768 1598

NOW OPEN
in street No:10

OUR SPECIALITIES

- INTERNAL MEDICINE
- GENERAL PRACTITIONER
- ENT, HEAD & NECK
- DENTISTRY
- BLOOD SAMPLES COLLECTION UNIT
- PHARMACY
- RAPID ANTIGEN TEST

Team of Doctors:

Dr. George Chacko
MBBS, MD
License No: P11574
Specialist – Internal Medicine

Dr. Mohammed Navas
MBBS
License No: P12865
General Practitioner

Dr. Edwin V.
BDS, MDS
License No: D8849
General Dentist

Dr. Kantharaju K.
MBBS, MS (ENT), DLO
License No: P12479
Specialist - ENT

Prestigious Insurance Partners

Abeer Medical Center
Industrial Area Branch: Al Kassarat Street, Near Labor Dept. Office, Street No: 10 **70715678**